কৈফিয়ত ও কিছু কথা

আমি লেট রাইজার। ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাই। উঠি নয়টা/দশটার দিকে। আমার সাথে সাথে বাচ্চারাও আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠি উঠি করে। তাদের বাবা অনেক আগেই আমাদের ঘুমে রেখে অফিসে চলে যায়। সারাদিন বাচ্চা সামলানোর দুরূহ কাজটি করি বলে সকাল বেলায় তিনি আর আমাকে জাগান না। সকালে উঠেই প্রথমে এদের দুই ভাই বোনে ঝগড়া লাগে টিভি দেখা নিয়ে। মেয়ের পছন্দের অনুষ্ঠান বার্নি আর ছেলে দেখতে চায় অন্য আরেকটি চ্যানেল। তাদের ঝগড়া মিটিয়ে নাস্তা খেয়ে এরপর চা নিয়ে চলে আসি ল্যাপ টপের সামনে। প্রথমে ই-মেইল চেক করি। তারপর ভিন্নমত, বাংলা আমার, সদালাপ আর এন এফ বি। সবশেষে চলে যাই বিভিন্ন ফোরামের মেইলগুলো চেক করতে।

ল্যাপ টপ কেন ব্যবহার করি সে আরেক কেচ্ছা। আগে ডেস্ক টপ ব্যবহার করতাম। কিন্তু মুশকিল হল, এর ফ্লপি ড্রাইভ কিংবা সিডি-রম ড্রাইভে পয়সা ঢুকিয়ে তার বারটা বাজিয়ে দিয়েছিল দুই ক্ষুদে কৌতুহলী শিশু। এর পর থেকেই ল্যাপ টপ ব্যবহার করছি যা প্রয়োজন শেষে বন্ধ করে এদের নাগালের বাইরে রাখা যায়।

যা শুরুতে বলছিলাম। সকালটা শুরু হয় ই-মেইল আর ইন্টারনেট চেক করে। শুধু সকাল নয় বরং সারা দিনই কাজের ফাকে ফাকে যখনই টায়ার্ড হই তখনই বসে যাই ল্যাপ টপের সামনে ইন্টারনেটে ঘোরা ঘুরি করতে। টিভিটা দুই ভাই বোনে দখল করেছে বলে এখন এটিই আমার বাইরের পৃথিবীর সাথে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম।

ইন্টারনেট জগতে ইদানিং 'ভিন্নমত' ফোরামটি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। এই বিতর্কের শুরুটা হয়েছিল সেতারা হাশেম আর ড: জাফর উল্লাহ এর মধ্যে। কিন্তু কথা কাটাকটি এখন আর শুধু এ দু'জনের মধ্যেই থেমে নেই। আরো অনেকেই অংশ নিচ্ছেন। জাফর উল্লাহ সাহেব তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে একই কায়দায় সেতারা হাশেমকে আক্রমন করলেন যেমন প্রথমবার করেছিলেন আমাদের কয়েকজনকে। তখন অবশ্য আমরা পাল্টা আক্রমন করতে পারিনি। এর কারন ছিলো দুটি। এক. গালিগালাজ করাটা আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ ; অন্তত: পক্ষে আমার। দুই. আমাদের মধ্যে যারা উত্তর দেবার কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ভিন্নমত সম্পাদক তাদের লেখা পোস্ট করেন নি অথবা পোস্ট করার সাথে সাথেই নামিয়ে দিয়েছিলেন (যা পরে 'বাংলা আমার' এ পোস্ট হয়েছে)। 'বাংলা আমার' সূত্রে জানা যায় যে ব্যক্তিগত আক্রমনের অজুহাতে নাকি নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যপার হল, প্রতিপক্ষ যখন আমাদেরকে পশু পাখির নাম ধরে গালিগালাজ দিয়ে লিখছিল তখন তা 'ভিন্নমত'এ ঠিকই পোস্ট হচ্ছিল! তা যেন কোনো আক্রমন নয়!

গালি প্রদানকারী লেখক অবশ্য এখন দাবী করছেন, ‘এগুলো নাকি গালি ছিল না বরং ছিল প্রবাদ বাক্য’। কিন্তু তার সেই রচনাটিতে ‘ছুচো’ নামক প্রানীটির কার্যকলাপের সাথে আমাদের সাদৃশ্য কি - এ প্রসংগে দীর্ঘ আলোচনা পড়ার পর তার এই বর্তমান দাবী গ্রহন করতে অনেকেরই বেশ কষ্ট হবে। তবুও ইসলামের ‘অন্যের কৈফিয়ত গ্রহন কর’ নীতিতে বিশ্বাসী বলেই আমি তার এই দাবী মেনে নিচ্ছি।

অবশ্য গালি খাওয়ার কারনে হোক আর অন্য কারনেই হোক - ভিন্নমতে এখন লিখতে একেবারেই ইচ্ছে হয় না। একটা ফোরামে এতদিন লেখালেখি করেও যে গালি খেতে হবে তা ছিল চিন্তার উর্দ্ধে! কিংবা অনুমতি ছাড়াই আমার ই-মেইল মেসেজের অংশ বিশেষ বিনা কারনে কেটে নিয়ে তারপর পোস্ট করা হবে - এও ছিলো ধারনার বাইরে! এই কাজগুলো দেখে ওই ফোরামের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা তৈরী হয়েছে যা থেকে এখন আর বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও জাফর - সেতারা বিতর্কে অংশ নেয়ার ইচ্ছা ছিল আমারো।

অনেকেই নিশ্চয়ই ভাবছেন, ‘কেন আমি এ সব লেখছি’? তার উত্তর হচ্ছে, ‘নিজের অবস্থান ব্যাখা’। ‘ঢাকাইয়া’ নামধারী একজন পাঠক ভিন্নমতে জানতে চেয়েছেন, ‘একটা ব্যপার আমার কাছে ঠিক নয়, ভিন্নমতের লেখার প্রতিবাদ কেন সদালাপে যাচ্ছে? ভিন্নমত তো পক্ষে/বিপক্ষে সবই ছাপছে!’

অন্যেরা কি করছে তা বলতে পারব না তবে আমি কেন আমার প্রতিবাদ মূলক লেখা গুলো ভিন্নমতে না দিয়ে সদালাপে দিচ্ছি তার কারন ব্যাখা করছি আজকের এ লেখায়। অল্প কিছু কৈফিয়ত উপরে দিয়েছি। বাকিটাও দিচ্ছি। যদিও এ লেখাটি মূলত ‘ভিন্নমত’ ফোরাম প্রসংগে আমার অভিজ্ঞতার বর্ননা নিয়ে, তবুও সদালাপের সম্পাদকের প্রতি আর্জি যাতে তিনি আমার লেখাটিকে তার সাইটে রাখেন। কারন একটিই। সাধারন পাঠকদের কাছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা এবং উপরোক্ত পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দেয়া। কেন ভিন্নমতে দিচ্ছি না, তাও পরে ব্যাখা করব।

আমি ভিন্নমতের একজন প্রাচীনতম লেখিকা। একদম শুরুর দিকের। ব্যপারটা হয়েছিল এ রকম যে, ডাহুকে (অন্য আরেকটি ফোরাম) মুসলিমদের একাধিক বিয়ের উপর কেউ কেউ প্রশ্ন তুললে আমি এর একটি উত্তর লিখি। উত্তরটি ডাহুকে পোস্ট না করে ভিন্নমতে পাঠাই। উদ্দেশ্য, ডাহুকের সদস্যরা ছাড়া অন্যরাও লেখাটি পড়ুক। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আরো কিছু লেখা লিখি। ভিন্নমতও সেগুলো ছাপে। কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা খাই আসগরের "woman in Islam" এর উত্তর লিখে। আমি অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় উত্তরটি দেই। অথচ সেটি ছাপা হয় নি ভিন্নমতে। কেন ছাপা হয় নি তার ব্যাখাও পাই নি। এরপর আরো ছোটোখাটো কিছু লেখা পাঠাই অন্য কিছু লেখার উত্তরে। সেগুলোও আলোর মুখ

দেখেনি। কোনো কারন বা ব্যাখাও পাই নি। সুতরাং এই দাবী 'ভিন্নমত তো পক্ষে বিপক্ষে সবই ছাপছে' - এটি সম্পূর্ন সত্য নয়। আমি ছাড়া আরো অনেক নিয়মিত লেখকই এই অভিযোগ করেছেন। 'বাংলা আমার' ওয়েব সাইটে এই অভিযোগগুলোর কিছু এখনও আপনারা পাবেন।

এর পরেও সেখানেই লিখছিলাম। কারন আমি ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলাম সম্পর্কে দেয়া কিছু ভুল তথ্যের প্রতিবাদ করছিলাম এবং চাইছিলাম সবাই জানুক। দুই একটি মেইলিং লিস্টে ছাড়লে শুধু তাদের সদস্যরাই জানবে, অন্যরা নয়। সেজন্যেই কিছু আর্টিকেল পোস্ট না করা সত্ত্বেও সেখানে লিখছিলাম। তবে অবাক হয়ে এও খেয়াল করছিলাম যে অনেককেই সেধে সেধে আনা হচ্ছে ভিন্নমতে, এমন কি যারা ভিন্নমত পড়ার সময় পান না পর্যন্ত তাদেরকেও! উনাদের বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন ফোরাম থেকে নিয়ে পোস্ট হচ্ছে! "Jamal Hassan on vinnomot" - এক বিশাল বিজ্ঞাপন! যেন কত ভাগ্যি যে তারা ভিন্নমতে পা দিয়েছেন! বুঝুন ঠ্যালা। আমাদের মত নিয়মিত লেখকদের লেখা কোনো কারন ছাড়াই প্রত্যাখাত হয় আর অন্যদের সেধেও পাওয়া যায় না! কেমন লাগে আমাদের! অবশ্য এর উত্তর তো ওই ঢাকাইয়া পাঠক নিজেই দিয়েছেন, 'আর ঔসব সদালাপি থেকে রক্ষা করার জন্যই তো ভিন্নমতের সৃষ্টি।' অর্থ তো পরিষ্কার! তোমাদের কিছু লেখা ছাপার যোগ্য হলেও হতে পারে তবে গুরুত্ব কখনও তোমরা পাবে না! সম্পাদকের আচরন থেকেও আমি অনুরূপ ধারনাই পেয়েছি। এখন তিনিই বলতে পারবেন ঢাকাইয়া পাঠকের এই দাবী সত্য কি না। তারপরেও আমার বিভিন্ন লেখা গুলো ছাপানোর জন্য আমি ভিন্নমতের সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। অন্য অনেক মুক্তমনার চেয়েই যে তিনি ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা অবশ্যই আমি স্বীকার করব। তবে 'সব লেখা সমান গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়' সম্বলিত দাবীটি আমি মেনে নিতে পারবো না।

উপরের বর্ননাগুলো সম্ভবত: আমার একার নয়, বরং সব ভিন্নধর্মী লেখকদের অভিজ্ঞতা। এর ফলে বিকল্প একটি ফোরামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অনুভব করছিলাম আমরা সবাই। তারমধ্যে জাফর উল্লাহ সাহেব যখন আসলেন তখন তো সেই প্রয়োজন যেন তীব্র হয়ে উঠল। যার বর্ননা তো প্রথমে দিয়েছি। জাফর উল্লাহ সাহেবের উত্তরে নাজমা মোস্তফা ভিন্নমত প্রসংগে তার 'সৎ আলাপ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'জাফর উল্লাহ যে জবাবখানা দাখিল করলেন তা তার ঐ ভীম মূর্তি দেখে আমার ঐ রনদাঙ্গা চালিয়ে যাবার সমূহ উৎসাহ উদ্দীপনা মুহূর্তে উবে যায়। মনে হয় এটা কোনো মতামত প্রকাশের জায়গাই নয়। তা ভিন্নই হোক আর অভিন্নই হোক।..........আমি আরো লিখবো বলে মনে হয় না, তবু জাফর উল্লাহসহ সবার কাছে অনুরোধ জবাব দিতে গিয়ে কুমন্তব্য, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অযথা করা কোনো সুস্থতার চিহ্ন নয়।' এই অনুভূতি সম্ভবত: আমাদের সবারই। এখন যখন জাফর উল্লাহ সাহেব খুব ভদ্র ভাষায় 'মি: জিয়াউদ্দিন সমীপে' লিখলেন আমি খুবই অবাক

হয়েছি। রাহাত জামান অবশ্য উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘কয়লার ময়লা কখনই যায় না’। যা হোক, ভবিষৎ বলে দেবে কোনটা আসলে সত্য।

শেষে জিয়া ভাই যখন ‘সদালাপ’ খুললেন তখন সেখানেই লেখা পাঠাতে থাকি। বৈষম্য আর গালির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই - অন্য কারনে নয়। ভিন্নমতের সম্পাদক একবার লিখেছিলেন, মুসলমানদের তিনি টলারেন্স শিখাতে চান। আমার এই লেখাটা বোধকরি উনাকে বলে দিচ্ছে যে, উনার নিজেরও কিছু টলারেন্স শিখতে হবে। অবশ্য উনি ‘সদালাপ’ পড়বেন কি না এটা আমি জানি না।

সবশেষ আচরনটি করা হয় যখন আমি আমিনার সম্পর্কিত মেইলটি পাঠিয়ে সবাইকে অনুরোধ করি এই প্রসংগে আমার যে লেখাটি সদালাপে পোস্ট হয়েছে তা পড়ে নিতে। এন এফ বি, উইটনেস-পাইয়োনিয়ার, ডাহুক সহ অনেকগুলো ফোরামে আমি এই মেইলটি পাঠাই। সবাই অবিকৃত ভাবেই মেইলটি ছাপে। ব্যতিক্রম শুধু ‘ভিন্নমত’। তিনি মেইলের শেষাংশটুকু কেটে (যেখানে সদালাপের লিংক ছিল) বাকীটুকু প্রকাশ করেন। আমি এতে হতভম্ব হয়ে যাই। মুসলমানদের টলারেন্স শেখানোর গুরু দায়িত্ব যিনি মাথায় নিয়েছেন স্বেচ্ছায়, তার কাছ থেকে এই আচরন পেলে কেমন লাগে বলুন তো। এরপর আর আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয় না সেখানে লেখা পাঠাতে। সাম্প্রতিক এই জাফর-সেতারা যুদ্ধে ইচ্ছা হচ্ছিল আমিও অংশ নেই। কিন্তু যেখান থেকে মুখের উপর জুতা মেরে দেয়া হয়েছে সেখানে আর কেমন করে ফিরে যাই। নারী বলেই হয়ত আমার মধ্যে আবেগের অংশটুকু একটু বেশি। বলা হয়, ‘নদী ও নারীর মধ্যে অদ্ভূত কিছু মিল আছে। এরা যখন যায় তখন একেবারেই যায়।’

এই ব্যপারগুলো যদি তিনি প্রথম থেকেই পরিষ্কার করতেন তবে কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হত না। যেমন, ‘মুক্তমনা’ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় অভিজিৎ রায় তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ভিন্নমতের ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হয়েছে কারন তিনি কখনই গাইড লাইনস কি তা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নি। শুধু বলেছেন, ‘তিনি মুসলমানদের টলারেন্স শেখাতে চান।’ টলারেন্স বলতে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন তা স্পষ্ট ব্যাখা করলে ভাল হয়। যে ভাবে অভিজিৎ রায় ব্যাখা দিয়েছেন ‘মুক্তমনা’ শব্দের। সমস্ত অস্পষ্টতা ঝেড়ে ফেলে।

অন্যপক্ষ থেকে আমাদের প্রতি করা গালি গালাজ সম্পর্কিত লেখা গুলো ভিন্নমত সম্পাদক সানন্দে পোস্ট করেছেন। অন্যদিকে ইসলামিস্টদের লেখা প্রত্যাখান করেছেন ব্যক্তিগত আক্রমনের অজুহাতে (‘বাংলা আমার’ এর সূত্রে)। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কুরুচিপূর্ন লেখাগুলোকে তিনি বোল্ড অক্ষরে বিশেষ কলামে ঠাই দিয়েছেন। যেন রাসুল (সা) কোনো মানুষ নন । তার চরিত্র হনন করলে কোনো অসুবিধা নেই। এত কিছুর পরে উনার কাছে আমার জানতে ইচ্ছা করে ‘উনার এত প্রচেষ্টার পর

মুসলমানরা কি উনার ভাষায় টলারেন্সের গুনটুকু সামান্য হলেও রপ্ত করতে পেরেছে?' গুরু হিসেবে কতটুকু সফল হয়েছেন তিনি?

ঢাকাইয়া সাহেব ভিন্নমতে আরো বলেছেন, 'দেখবেন সময় ও সুযোগের অনেক লেখক/লিখিকাই পালাবে।'

হ্যা। এটা সত্যি। এই আসরে বাকিদের মত আমিও ঘোষনা দিলাম যে, ভিন্নমতে আর নয়। সদালাপ যদি আমার লেখা আর পোস্ট নাও করে তাহলেও আমি আর ভিন্নমতে লেখা পাঠাচ্ছি না। অন্য অনেকেই ঘোষনা দিয়েও তাদের কথা সম্পূর্ন রাখতে পারেন নি। কিন্তু আমি চেষ্টা করব। জানি আমার এই ঘোষনাকে অনেকেই বাকা দৃষ্টিতে দেখবেন। এও দাবী করবেন যে, যুক্তিতে না পেরে আমি লেজ গুটিয়ে দৌড় দিয়েছি (যা খুবই সাধারন প্রচলিত দাবী)। তবে তাদেরকে উত্তর 'সমালোচনা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে। যা মুখে আসে তাই বলুন। ইচ্ছা হলে পশুপাখির নাম দিয়ে কিংবা বাপ মা তুলে গালি দিয়ে ভিন্নমতে পাঠান।' পাল্টা গালি আমি কখনই দেব না। আর দিলেও লাভ নেই। সদালাপ সম্পাদক মনে হয় না তা পোস্ট করবেন। এটা তিনি স্পষ্ট ভাষায় গাইড লাইনে লিখে দিয়েছেন।

তবে 'ভিন্নমত' আমি অবশ্যই পড়ব। সত্যি বলতে কি অন্য যে কোনো ওয়েব সাইটের চেয়ে 'ভিন্নমত' অনেক বেশি পড়া হয় আমার। কারন আমার দেখা মতে অন্য যে কোনো সাইটের চেয়ে ভিন্নমত সবচেয়ে বেশি আপডেট হয়। এটি এর একটি বড় গুন। যে ওয়েব সাইট এই গুনটি ধরে রাখবে তার পাঠকের অভাব কখনই হবে বলে আমার মনে হয় না। সত্যি বলতে কি 'সদালাপ' বা 'বাংলা আমার' এ যদি একবার যাই তো 'ভিন্নমত' এ যাই দশবার।

উনারাও বলেছেন, উনারা আমাদের ছাড়া ভালই আছেন। লেখাও অনেক বেশি পাচ্ছেন। খুব খুশী হলাম শুনে।

যদিও আমার অধিকাংশ লেখাই ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রত্যুত্তরে লেখা, তবুও আমি মূলত তাদেরই উদ্দেশ্যে লিখি যারা সত্যিকার ভাবেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। ইসলাম বিদ্বেষীদের কথার মারপ্যাচে যাতে তারা আটকে না যান। খুব বেশী কিছু জানি তার দাবী আমি করব না। তবে ইসলাম বিদ্বেষীদের ছুড়ে দেয়া প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোজার চেষ্টাটুকু অন্তত: করি। জানি আমার এই প্রত্যুত্তর দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না। তবুও যারা সত্যিকার ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে চান তারা হয়ত আমার দেয়া তথ্য থেকে উপকৃত হতে পারেন। সেজন্যই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আশা রাখি ইতিমধ্যেই ‘ঢাকাইয়া’ পাঠক তার উত্তর পেয়েছেন আমার লেখা থেকে।

আমার এ লেখাটি সম্পূর্ন নিজের অবস্থান ব্যাখা করে লেখা, কাউকে আঘাত দেবার জন্য নয়। সত্যি বলতে কি ঢাকাইয়া পাঠকের লেখাটি না দেখলে মনেও হত না এই উত্তর লেখার কথা। কিন্তু তবুও ক্ষমা চাইছি যদি নিজের অজান্তেই কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

ফাহমিদা